DEC. 02 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরিশাল জেলা স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

বরিশাল ব্যুরো ঃ বরিশাল সরকারী জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফিস আদায়ের নামে মোটা অংকের অর্থ আদায় করেছে বেআইনীভাবে। অভিভাবক মহল বিষয়টি নিয়ে দারুণ ক্ষুব্ধ। অপরদিকে ছাত্রদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফিস আদায় করা হাতে লিখে প্রশ্নপত্র বিতরণ করেছে স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায়। সরকারী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ঐ অনিয়ম-অব্যবস্থার জন্য অভিভাবক মহলে প্রধান শিক্ষকসহ কতিপয় শিক্ষককে দায়ী করেছেন।

সম্প্রতি বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত বরিশাল সরকারী জেলা স্কুলের ছাত্ররাও এসএসসি পরীক্ষার ফিস দাখিল করেছে। শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পরীক্ষার্থীকে বোর্ডের ফি বাবদ ৭১৫ টাকা জমা দিতে হবে বিজ্ঞান গ্রুপের জন্য। এর সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩২২ টাকা সেসন ফি বাবদ আদায় করেছেন।

কিন্তু আরো দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, বরিশাল জেলা স্কুলের মত একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ১ হাজার টাকা করে কোচিং ফি, ২শ টাকা করে পিকনিক ফি ও ম্যাগাজিনে ছাপা বাবদ আরো ৫০ টাকাসহ মোট ২২৮৭ টাকা করে আদায় করেছেন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য।

এদিকে সম্প্রতি ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক পরীক্ষার হিন্দু ধর্মের প্রশ্নপত্রগুলো হাতে তৈরী করে ছাত্রদের কাছে দেয়া হয়েছে পরীক্ষার হলে। এমনকি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদেরকেও এভাবে হাতে লেখা প্রশ্নপত্র বিলি করায় কোমলমতি এসব ছাত্রদের তা বুঝতে কষ্ট হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে কয়েকজন অভিভাবক টেলিফোনে কথা বলতে চাইলে তিনি ফোন রেখে দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, বরিশাল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বসাকুল্যে ১ হাজার টাকা, পটুয়াখালী সরকারী ছাত্রী স্কুলে ১৩শ' টাকা করে এসএসসি ফরম পূরণের অর্থ আদায় করা হলেও বিভাগীয় শহরের সরকারী বিদ্যালয়গুলির অধিক পরিমাণে অর্থ আদায়ের বিষয়টি অভিভাবক মহলকে দারুণ ক্ষুব্ধ করেছে।

এ ব্যাপারে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে টেলিফোনে আলাপ করা হলে তিনি বাড়তি ফিস আদায়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেসন ফি স্কুলের নিয়মিত বেতন আদায়ের পরেও শিক্ষকদের সিদ্ধান্তের আলোকেই কোচিং ফি ও আদায় করা হচ্ছে। হিন্দু ধর্ম প্রশ্নপত্র হাতে লিখে করার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সময়মত প্রশ্নপত্র জমা না দেয়ায় তা ছাপানো সম্ভব হয়নি।